মীমাংসা দর্শন

অর্থাপত্তির স্বরূপঃ

মীমাংসা দর্শনে স্বীকৃত পঞ্চম প্রমাণ হল অর্থাপত্তি। অর্থাপত্তি বলতে বোঝায় অর্থ + আপত্তি। 'অর্থ' বলতে বোঝায় বিষয় আর 'আপত্তি' বলতে বোঝায় কল্পনা। কাজেই কোন বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে বা কোন জ্ঞানের বিষয়কে আলোচনা করার সময় যখন কোন অসংগতি লক্ষ্য করা যায়, তখন সেই অসংগতিকে ব্যাখ্যার জন্য যখন অন্য কোন বিষয়ের কল্পনা করা হয়, সেই কল্পিত বিষয়ের গ্রাহক প্রমাণকে বলে অর্থাপত্তি বলে বা অন্য বিষয়ের কল্পনা। কোন বিষয় তা দৃষ্ট হোক বা শ্রুত হোক, যদি সেই বিষয়টি ছাড়া কোন কিছুকে বাখ্যা করা না যায় তখন সেই সেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য অর্থাপত্তি প্রমাণের প্রয়োজন হয়। মীমাংসা দর্শনে 'অর্থাপত্তি' শব্দের দ্বারা প্রমা ও প্রমাণ উভয়কে বোঝানো হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবেঃ "দেবদত্ত স্থূলকায়, অথচ সে দিবাভাগে ভোজন করে না। আলোচ্য ক্ষেত্রে দুটি বিষয় পাওয়া যায় ১) দেবদত্ত স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি ২) সে দিনের বেলা আহার করে না। এই দুটি বিষয় পরস্পর অসংগতিপূর্ণ। অর্থাৎ এই দুটি বাক্যের মধ্যে অসংগতি রয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে, স্বাস্থ্যবান দেবদত্ত দিনের বেলা আহার না করলেও সে রাত্রে আহার করে। এইরূপ প্রাক-কল্পনা স্বীকার না করলে দেবদত্তের স্থূলকায়ত্বকে ব্যাখ্যা করা যায় না।

মীমাংসা দর্শনে অর্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করা হয়ে থাকে। তাঁদের মতে, একে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান কিংবা শব্দ প্রমাণের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। অর্থাপত্তিতে বিষয়ের সঙ্গে (রাত্রিকালিন ভোজন) এর সাথে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ ঘটে না তাই এটি প্রত্যক্ষের অন্তর্ভূক্ত নয়। আবার এক্ষেত্রে কোন ব্যাপ্তি সম্পর্ক না থাকায় একে অনুমান বলা যায় না। সাদৃশ্যমূলক জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে একে উপমান বলা যায় না। সর্বপরি দেবদত্তের রাত্রিকালিন ভোজনের ব্যাপারটি আপ্তব্যক্তির দ্বারা শ্রুত নয়, তাই এটিকে শব্দ প্রমাণ বলা যায় না। ফলে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান কিংবা শব্দ প্রমাণ ব্যতিরেকে অর্থাপত্তিকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করতে হয়।

অর্থাপত্তি দুই প্রকার যথা- দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি। যখন কোন দৃষ্ট বিষয়ের অসংগতিকে ব্যাখ্যার জন্য যে বিষয়কে কল্পনা করা হয়, সেই কল্পনার বিষয়কে দৃষ্টার্থাপত্তি বলে। উপরিউক্ত উদাহরণটি দৃষ্টার্থাপত্তির দৃষ্টান্ত। আবার যখন কোন বিষয়ের অসংগতিকে ব্যাখ্যার জন্য শ্রুতি বাক্যের প্রয়োজন হয়, তখন তাকে শ্রুতার্থাপত্তি বলে। যেমন 'জীবিত দেবদত্ত গৃহে নেই'। এক্ষেত্রে পূর্বের মতো দুটি বিষয় বর্তমান ১) দেবদত্ত জীবিত ২) সে গৃহে নেই। এই দুটি বাক্য শোনার পর সহজেই অনুমান করা যায় যে, দেবদত্ত গৃহের বাইরে অন্য কোথাও আছেন। এই প্রকার অর্থাপত্তি হল শ্রুতার্থাপত্তির উদাহরণ। মীমাংসা দর্শনে অর্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করা হলেও ন্যায় দার্শনিকগণ অর্থাপত্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না, তাঁদের

মতে, অর্থাপত্তি অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। এটি ব্যতিরেকি অনুমানের একটি প্রকারভেদ। তাই ন্যায়দর্শনে অর্থাপত্তিকে পৃথক প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃত নয়।

অনুপলব্ধি প্রমাণের স্বরূপঃ

মীমাংসা দর্শনে স্বীকৃত ষষ্ঠ তথা শেষ প্রমাণ হল অনুপলব্ধি। ভাট্ট মীমাংসক ও অদ্বৈত বেদান্তী সম্প্রদায় অনুপলব্ধিকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে স্বীকার করেন। তাঁদের মতে, এটি হল অভাব জ্ঞানের গ্রাহক প্রমাণ। অভাব বলতে বোঝায় কোন কিছুর অনুপস্থিতি। সেই অভাবের জ্ঞান লাভ করা যায় অনুপলব্ধির দ্বারা। ভাট্ট মতে, ভাব পদার্থের জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান কিংবা শব্দ প্রমাণ ব্যবহৃত হলেও এগুলির দ্বারা ভাব পদার্থের জ্ঞান লব্ধ হয় না। তাই অভাব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করতে হয় তা হল অনুপলব্ধি। তবে ভাট্ট মতে যে কোন অনুপলব্ধিকে প্রমাণ বলা যায় না। অনুপলব্ধিকে অবশ্যই যোগ্য হতে হবে। ভিন্ন ভাষায় বলা যায় যোগ্যানুপলব্ধি হল অভাব জ্ঞানের গ্রাহক প্রমাণ। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করে বলা যায় সামনে কোন বস্তু উপস্থিত থাকা স্বত্বেও যদি কোন বস্তুর উপলব্ধি না হয়, তবে তাকে যোগ্যানুপলব্ধি বলে। যেমন, ভূতলে ঘটের অভাব। এক্ষেত্রে ভূতল, চক্ষু, পর্যাপ্ত আলো প্রভৃতি থাকা স্বত্বেও যদি ঘটের উপলব্ধি না হয়, অর্থাৎ ঘটের অনুপলব্ধি হয়, তবে সেই অনুপলব্ধি হবে প্রমাণ।

এককথায় ভাট্ট মতে, যে কোন অনুপলব্ধি প্রমাণ নয়, একমাত্র যোগ্যানুপলব্ধি হল অভাব জ্ঞানের গ্রাহক প্রমাণ। তবে প্রাভাকর ও যোগ্যানুপলব্ধিকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না। এক্ষেত্রে তারা ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি প্রদান করেন। যেমন, প্রাভাকর সম্প্রদায়ের মতে, অভাব কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়। তাই এই অভাবকে ব্যাখ্যার জন্য অনুপলব্ধি নামে কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। তাঁদের মতে, অভাব হল অধিকরণ স্বরূপ। কিন্তু ন্যায়-বৈশেষিকরা অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকার করলেও তারা মনে করেন ভাব পদার্থের মতো অভাব পদার্থকে প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানা যায়, যে ইন্দ্রিয় দিয়ে যে বিষয়কে প্রত্যক্ষ করা যায়, সেই ইন্দ্রিয় দিয়ে সেই বিষয়ের অভাবকে প্রত্যক্ষ করা যায়। অভাব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ন্যায়- বৈশেষিকরা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সন্নিকর্ষ স্বীকার করেন। তাই ন্যায়- বৈশেষিক দর্শনে অনুপলব্ধি স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃত নয়।

****